জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

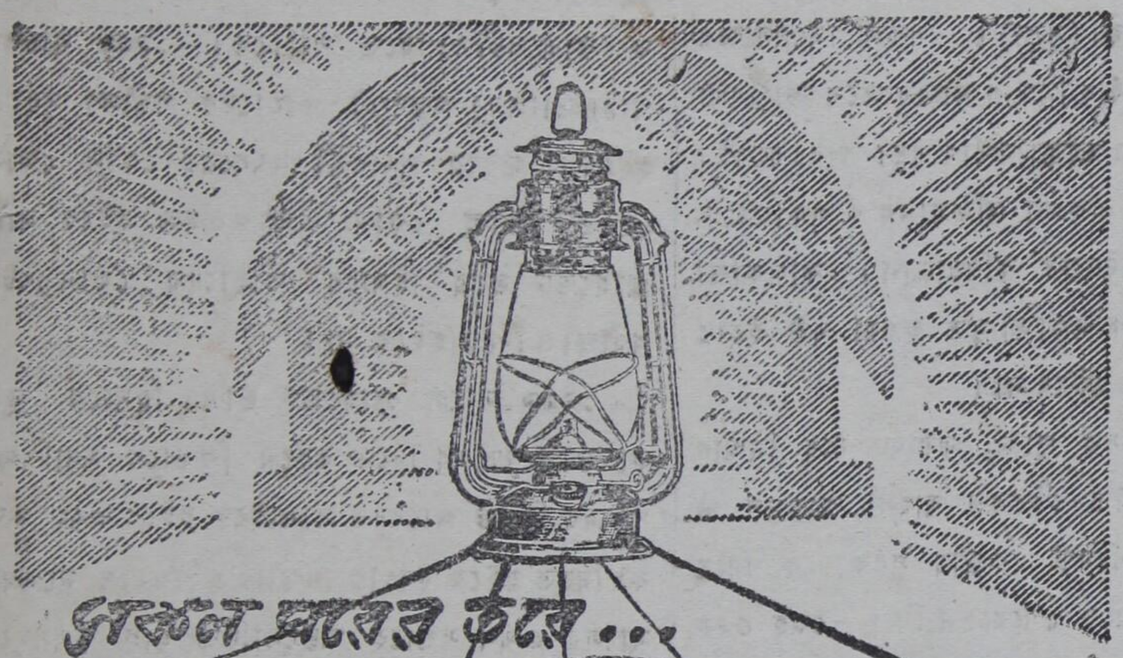

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে আষাঢ় বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 9th July. 1958 { ৮ম সংখ্যা

১৮ই আষাঢ় ১৮৮০ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

ফি রোজ খান নুন

—০—

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর নাম ফি রোজ খান নুন। তাঁহার শাসিত পাকিস্থানে একটি সহরের নাম ও জেলার নাম ইংরাজীতে বলিতে গেলে তাহা একটি বাক্য হয়। তার মানে হয়—**আমার মনুষ্যেরা গান করে।** ইহা অনেকেই জানেন সেই সহর বা জেলা হচ্ছে MY-MEN-SING (H) (মাই মেন সিং ময়মনসিংহ)। প্রধান মন্ত্রী সাহেবের নাম উত্তমরূপে বিন্যাস করিয়া দেখিলে নামটি যে একটি বাক্য (sentence) তাহা বেশ বোঝা যাইবে। ফি (প্রত্যেক) রোজ (দিন) খান (খাইয়া থাকেন) নুন (লবণ)।

পাকিস্থানে একবার লবণের অভাব হইয়াছিল। ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালজী তখন পাকিস্থানে লবণ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তারপর অনেকদিন গত হইয়াছে। তিনি যে সেই নুনের গুণ এতদিনে মানিতে সুরু করিয়াছেন, ইহা প্রত্যয় হয় না। রাষ্ট্র সংঘে তিনি পাকিস্থানের প্রতিনিধি হইয়া যে বিরোধিতা দেখাইয়াছিলেন তাহা ভারতের তদানীন্তন প্রতিনিধি বর্ত্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীমেনন বেশ জানেন।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—এবং দৃঢ়ভাবেই ভরসা দিয়াছেন—আমি যতদিন আছি, ভারতের সঙ্গে **কোন** মতেই যুদ্ধ হইবে না। **অর্থাৎ** তিনি যুদ্ধের মনোভাব তোবা করিয়াছেন।

"যতদিন আছি" কথাটী কতদিন কে জানে? স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালজীই কায়েম হইয়া আছেন। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী কতজন আসিলেন কতজন গেলেন। তারমধ্যে লিয়াকত সাহেব মন্ত্রিত্ব ত্যাগ নহে প্রাণ-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার খুব দৃঢ় চুক্তিও হয়। তিনি "লিয়া কত আর দিয়া কত?" তাহার পর ভারতের বিরুদ্ধে মুষ্টি উত্তোলন করা ছাড়া কোন কথা বলিতেন না। তিনিও ধরাধাম হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাকিস্থানের মন্ত্রিত্বের স্থায়িত্ব খুব দীর্ঘ দিন হয় না। "যতদিন আছি," "তাহা কতদিন" বলা কঠিন। ইচ্ছা করিয়া গা ঢাকা দিলে তাহা মুহূর্ত্তের স্থিতি হইতে পারে। এ অভিনয়ে ভারত কি ভুলিবে? বলা যায় না ভাবোন্মাদ চিত্ত ঠকিয়া ঠকিয়াও শিখিতে পারে না।

ফরাক্কা—বাঁধ

'ফরাক্কা' শব্দটি সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবেন—ফর+অক্কা=ফরাক্কা। ফর (FOR—জন্য) অক্কা (মৃত্যু)। সকল বিশেষজ্ঞের মত যদি ফরাক্কায় বাঁধ নির্ম্মাণ না হয় তবে ভাগীরথী নদী ও কলিকাতার **অক্কা** অর্থাৎ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কয়েকদিন আগেই একজন অতিমানব কলিকাতাকে মৃত সহর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কলিকাতা বন্দর নষ্ট হইলেই কলিকাতা মৃত হওয়া বই ইহার জীবনীশক্তি রক্ষিত হইবে না।

আট দশ বৎসর পূর্ব্বে, ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণ নীতি হিসাবে গৃহীত হইলেও বাংলা কংগ্রেস ও পশ্চিমবাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে তার কাজ সুরু করতে পেরেছেন কি? কেহ কেহ হয়তো মনে করিতেছেন যে, পাতিল সাহেব যখন সমর্থন করিয়াছেন **তখন** নিশ্চয়ই ফরাক্কা বাঁধ না হইয়া যাবে কোথা? কিন্তু একটু ভেবে বুঝতে গেলে শ্রীপাতিল যে ধাঁধার ফাঁদ পাতিলেন—এতদিন যাও বা আশা ছিল শ্রীপাতিল পাকিস্থানকে এর সঙ্গে জড়ানোর জন্য ফরাক্কা বাঁধের সে আশা অক্কা পাইবে।

পাকিস্থান হইতে মাছ আমদানি নূতন অবাধ সাধারণ লাইসেন্স মঞ্জুর

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, পাকিস্থান হইতে দ্রব্য আমদানির জন্য অবাধ সাধারণ লাইসেন্সের স্থলে ৫৩ নং অবাধ সাধারণ লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে। পূর্ব্বতন অবাধ সাধারণ লাইসেন্সের মেয়াদ গত ৩০শে জুন উত্তীর্ণ হইয়াছে। নূতন লাইসেন্সটি আগামী ৩০শে সেপটেম্বর পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। ইহাতে নিম্নোক্ত দ্রব্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—মাছ এবং পোনা মাছ।

হতাশের আশা

বর্ত্তমান বৎসরে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রগণ
'৫৯ সালে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সেক্রেটারী এক প্রেসনোটে জানাইয়াছেন যে, যে সমস্ত পরীক্ষার্থী ১৯৫৮ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে তাহারা প্রাইভেট ছাত্র কিংবা অনুমোদিত কোন হাই স্কুলের প্রকৃত ছাত্র হিসাবে ১৯৫৯ সালে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারিবে। ১৯৫৮ সালের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী তাহাদের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের কোন কোর্স হইতে বিকল্প কোন প্রশ্ন প্রদত্ত হইবে না। প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে তাহাদের কোন টেষ্ট পরীক্ষাও দিতে হইবে না।

১৯৫৯ সালে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে হইবে কিভাবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিকট আবেদন জানাইতে হইবে এবং কত ফী দিতে হইবে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুমোদিত হাই স্কুলসমূহে পাওয়া যাইবে। অনুমোদিত কোন হাই স্কুলে প্রকৃত ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিতে হইলে তাহাদের ১৯৫৮ সালের ১লা আগষ্টের মধ্যে যে স্কুলে তাহাদের ১৯৫৮ সালের কোর্স অনুযায়ী পড়াইবার ব্যবস্থা হইবে তথায় দশম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে হইবে এবং ঐ স্কুল হইতে তাহাদের টেষ্ট পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত যাহারা ভর্ত্তি হইবে তাহাদের ৩ টাকা লেট ফী দিতে হইবে। ১৬ই আগষ্টের পর বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ভর্ত্তির অনুমতি দেওয়া হইবে না। স্কুলে ভর্ত্তি হইলে ১৯৫৮ সালের জুলাই মাস হইতে বেতন দিতে হইবে। ১৯৫৮ সালে যে স্কুল হইতে তাহারা পরীক্ষা দিয়াছে, ঐ স্কুলে পুনরায় ভর্ত্তি হইলে তাহাদের ভর্ত্তির ফী লাগিবে না।

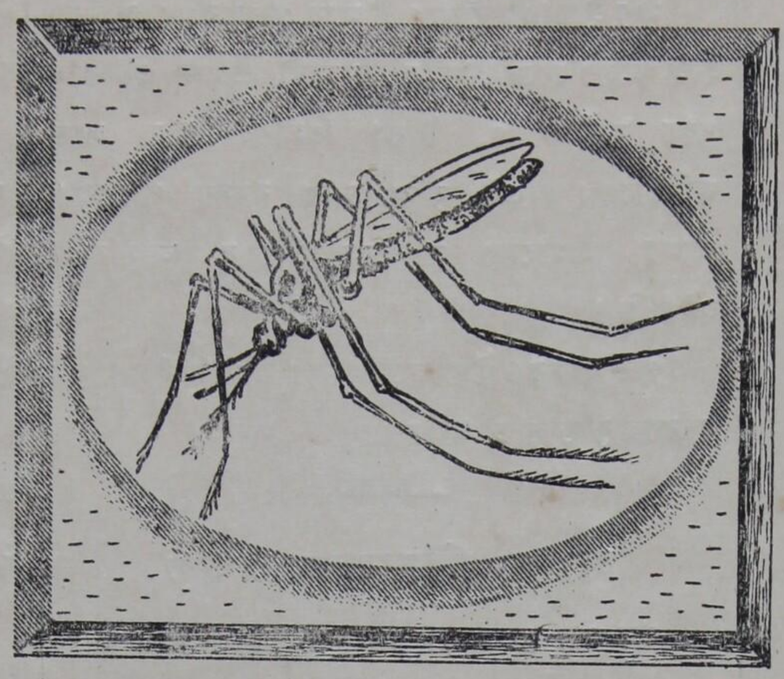

ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের অন্তিম সংগ্রামে সাহায্য করুন

যিনি ঈশ্বর মহাদয়াময়
দিলেন তুলে এ হাতে
বিস্ময়কর মহাবস্তুটি,
হোক, তাঁরই হোক্ জয়।

তাঁরই নির্দেশে
খুঁজে খুঁজে ফিরে
অশ্রুজলে ও ঘামে—
রহস্যলোকে পৌঁছে গেলাম শেষে:
বহু প্রাণনাশী মৃত্যুর মহাদেশে
পেলাম প্রাণের মন্ত্র অনেক দামে।

আমি জানি এই ক্ষুদ্র বস্তু
বাঁচাবে অনেক নূতন নূতন প্রাণ:
মৃত্যু, তোমার শক্তি কোথায়,
কবর, তোমার উদ্ধত জয়গান?
—রোণাল্ড রস্

১৯৫৩ সালে ১৬টি ম্যালেরিয়া কণ্ট্রোল ইউনিট-এর সাহায্যে ঘরে ঘরে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ছড়িয়ে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে গ্রহণ করা হয়। ন্যাশন্যাল ম্যালেরিয়া কণ্ট্রোল প্রোগ্রাম-এর অধীনে এই রাজ্যের ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলের ১ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে এই ব্যবস্থা। ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট ২৩টি কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং তারই সাহায্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন ম্যালেরিয়া সমূলে বিনাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই ব্যবস্থানুযায়ী মানুষের দেহ থেকে ম্যালেরিয়ার বীজাণু সম্পূর্ণ বিতাড়িত করাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার উপরই এই ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। যখন ডি.ডি.টি. ছড়ান দল আসবে তখন অনুগ্রহ ক'রে আপনার সবকটি ঘর ও গোশালায় প্রতিষেধক ছড়াতে সাহায্য করবেন।

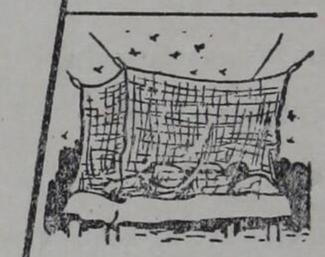

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

বন্দেমাতরম্
আধুনিক সংস্করণ

নির্জলাং নিষ্ফলাং শবসম শীতলাং
শস্যবিহীনাং মাতরম্।
দস্যুতস্কর পূরিত যামিনীং
ফল ফুল বিহীন নীরস দ্রুম-শোভিনীং
ক্রন্দন-বিষাদ-কাতর-ভাষিণীং মাতরম্॥
কোটি কোটি কণ্ঠ ঘর ঘর নিনাদ অকালে,
কোটি কোটি ভুজ শুষ্ক অনশন করালে,
সবলা কে মা তোরে বলে,
বহুবল ধারিণীং নমামি দুখিনীং
রিপুদল বর্দ্ধিনীং মাতরম্।
তুমি বৃদ্ধা, তুমি অক্ষম,
তুমি ব্যাধি, তুমি মরণং
ত্বং হি প্রাণহীনা শরীরঃ
বাহুতে তুমি মা টাকা,
হৃদয়ে তুমি মা ভুঁখা
তোমার প্রতিমা ভগ্ন মন্দিরে মন্দিরে,
ত্বং হি দুর্গা মৃন্ময় রূপিনীং
কৃপাকণা বঞ্চিতা কমলদল বাসিনীং
মূকং বধিরাং নমামি ত্বাং
নমামি দীনাং হীনাং
অকুলাং ব্যাকুলাং দলিতাং মাতরম্।
শুষ্কাং শীর্ণাং, বিষাদিতাং রিক্তাং
ধরণীং হরণীং মাতরম্।

জঙ্গিপুর কলেজ
(গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড)

আই-এ, আই, এস-সি, বি-এ প্রথম, ও তৃতীয় শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি আরম্ভ হইয়াছে। আসন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট।

মনোরম ছাত্রাবাস। পরীক্ষার ফল ধারাবাহিক সন্তোষজনক। ছাত্র ও অধ্যাপকের ব্যক্তিগত যোগাযোগ। অনগ্রসর ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ। মেধাবী দরিদ্র ছাত্রের সুযোগ ও সুবিধা। বিশদ বিবরণের জন্য প্রিন্সিপ্যালের নিকট আবেদন করুন। অন্যান্য জ্ঞাতব্য 'নোটীশ' বোর্ডে দ্রষ্টব্য।

ছাত্রের কৃতিত্ব

মধ্য ইংরাজী বৃত্তি পরীক্ষায় জোতকমল জুনিয়র হাই স্কুলের ছাত্র রামপুর নিবাসী শ্রীমান্ হরেরাম পাল মাসিক ৪৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। এই বৃত্তি চারি বৎসর পাইবে। আমরা শ্রীমানের সাফল্যে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

গত বৎসরও উক্ত স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্ বাঁকারায় সরকার বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

ক্ষ্যাপা শিয়ালের কামড়

গত ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত দফরপুর গ্রামের মুসলমান পাড়ায় ৭টী বালক বালিকাকে একটী ক্ষ্যাপা শিয়ালে কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। জঙ্গিপুর হাসপাতালে তাহাদের ইন্‌জেক্‌সন্ চলিতেছে। ২টী গরুকেও কামড়াইয়াছে।

নিলামের ইস্তাহার
চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১১ই আগষ্ট ১৯৫৮

১৯৫৮ সালের ডিক্রীজারী

১০ খাং ডিঃ ভূজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং অতুলকৃষ্ণ রায় দিং দাবি ১০১ টাকা ৫ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গণকর, বৃন্দাবনপুর, দক্ষিণপাড়া ও চক বহলা ২৯০২ শতকের কাত ৯৫৸১ আঃ ৫০৲ খং গণকর ১৭১ অধীনস্থ ১৭২-১৭৫ বৃন্দাবনপুর ৩৭ অধীনস্থ ৩৮ দক্ষিণপাড়া ২২৯ চক বহলা ৪৯

৯৬ খাং ডিঃ সুরেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত দিং দেং রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দাবি ৭৮০ টাকা ৫২ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১৩ শতক দালান কাত ১৫/০ আঃ ১০০৲ খং ৪৮৬

৯৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১২ টাকা ৫৫ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১৩ শতক দালান কাত ১৫/০ আঃ ১০০৲ খং৪ ৮৬

৯৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৮ টাকা ৬ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১৩ শতক দালান মধ্যে ১/৩ অংশ কাত ১৫/০ আঃ ৩৬৲ খং ৪৮৬

৯৯ খাং ডিঃ অরুণবিকাশ চৌধুরী দেং রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দাবি ১০৩ টাঃ ১১ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১৩ শতকের কাত ১৫/০ তন্মধ্যে ১/৩ অংশ আঃ ৬০৲ খং ৪৮৬

১০০ খাং ডিঃ জয়ন্তীবালা দেবী দেং রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দাবি ৮৫ টাকা ৩১ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১৩ শতক দালান মধ্যে ১/৩ অংশ কাত ১৫/০ আঃ ৫০৲ খং ৪৮৬

১০২ খাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং রমণীরঞ্জন দাস দিং দাবি ১২ টাকা ২৩ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে হিলোড়া ৬৭ শতকের কাত ১৷৵৬ আঃ ৫৲ খং ৪৮০

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৮ই আগষ্ট ১৯৫৮

১৯৫৮ সালের ডিক্রীজারী

১২ খাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং এরফান মণ্ডল দিং দাবি ২৬ টাকা ৮৪ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে নিস্পীবিরল ২১ শতকের কাত ১৷৷০ আঃ ৫৲

২৮ খাং ডিঃ কমন ম্যানেজার মনোরঞ্জন সেন দেং হাজি আনেশ মহাম্মদ দিং দাবি ৫৭ টাকা ৫৩ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে চোরদীঘি ৪-৬৬ শতকের কাত ২৬৷৵৯ আঃ ৪০৲ খং ১৫৷৪৩

৩০ খাং ডিঃ ঐ দেং গুরুপদ বারিক দিং দাবি ২১ টাকা ৮ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ২-৯৪ শতকের কাত ১৫৷৵৬ আঃ ১০৲ খং ৯৬, অধীনস্থ ২০৯, ২১০, ২১১ ২১২

২৯ খাং ডিঃ ঐ দেং হেমাঙ্গিনী দাসী দাবি ১৭ টাকা ৬৫ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে ঘুগড়ীডাঙ্গা ১ একরের কাত ৫৲ আঃ ১০৲ খং ৬৮

বিধান সভার কংগ্রেসী সদস্য দায়রায় সোপর্দ্দ

বহরমপুরে পাকিস্থানী প্রচারপত্র প্রাপ্তির জের

বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি ডি চট্টোপাধ্যায় বিধান সভা সদস্য আবদুল হামিদ এবং তাঁহার ভৃত্য সিদ্দিককে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন। আবদুল হামিদের পিতা হাজি আবদুল আজিজকেও এই মামলার আসামী করা হইয়াছিল কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ যে, ১৯৫৭ সালের ৫ই আগষ্ট হামিদের বাড়ীর সীমান্তবর্ত্তী একটি পরিত্যক্ত অতিথিশালা তল্লাসী করিয়া পুলিশ কতকগুলি বোমা ও পাকিস্থান প্রচার পত্রিকা হস্তগত করে।

আসামীপক্ষ হইতে বলা হয় যে, বিরোধীভাবাপন্ন লোকেরা এইসব দ্রব্য আবদুল হামিদের গৃহের সীমানায় রাখিয়া গিয়াছিল।

বিদেশে ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি

বিদেশের বাজারে ভারতের শিল্পজাত ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টায় দ্রুত সুফল দেখা যাইতেছে। ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পজাত আড়াই লক্ষ জোড়া জুতার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া হইতে অর্ডার পাওয়া যায় এবং ইতিমধ্যেই উহা সরবরাহ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদি এত দূর দেশে রপ্তানি হয় নাই। অর্ডার অনুযায়ী পোল্যাণ্ডেও ভারত হইতে ৫৪ হাজার জোড়া বিবিধ শ্রেণীর জুতা পাঠান হইতেছে। সম্প্রতি নিউজিল্যাণ্ডে অল্প সংখ্যক মোজা চালান দেওয়া হয়। আশা করা যায় যে, শীঘ্রই এ দেশে ভারত হইতে বিপুল সংখ্যক মোজার অর্ডার পাওয়া যাইবে। সুইডেন, কানাডা এবং সাইপ্রাস হইতেও শীঘ্রই হোসিয়ারী দ্রব্যাদির অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। পূর্ব্ব ইউরোপ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের খেলাধূলার সরঞ্জাম চালান দিবার চেষ্টা হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, এ চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে।

বড়ি মজেদার ফাটকা

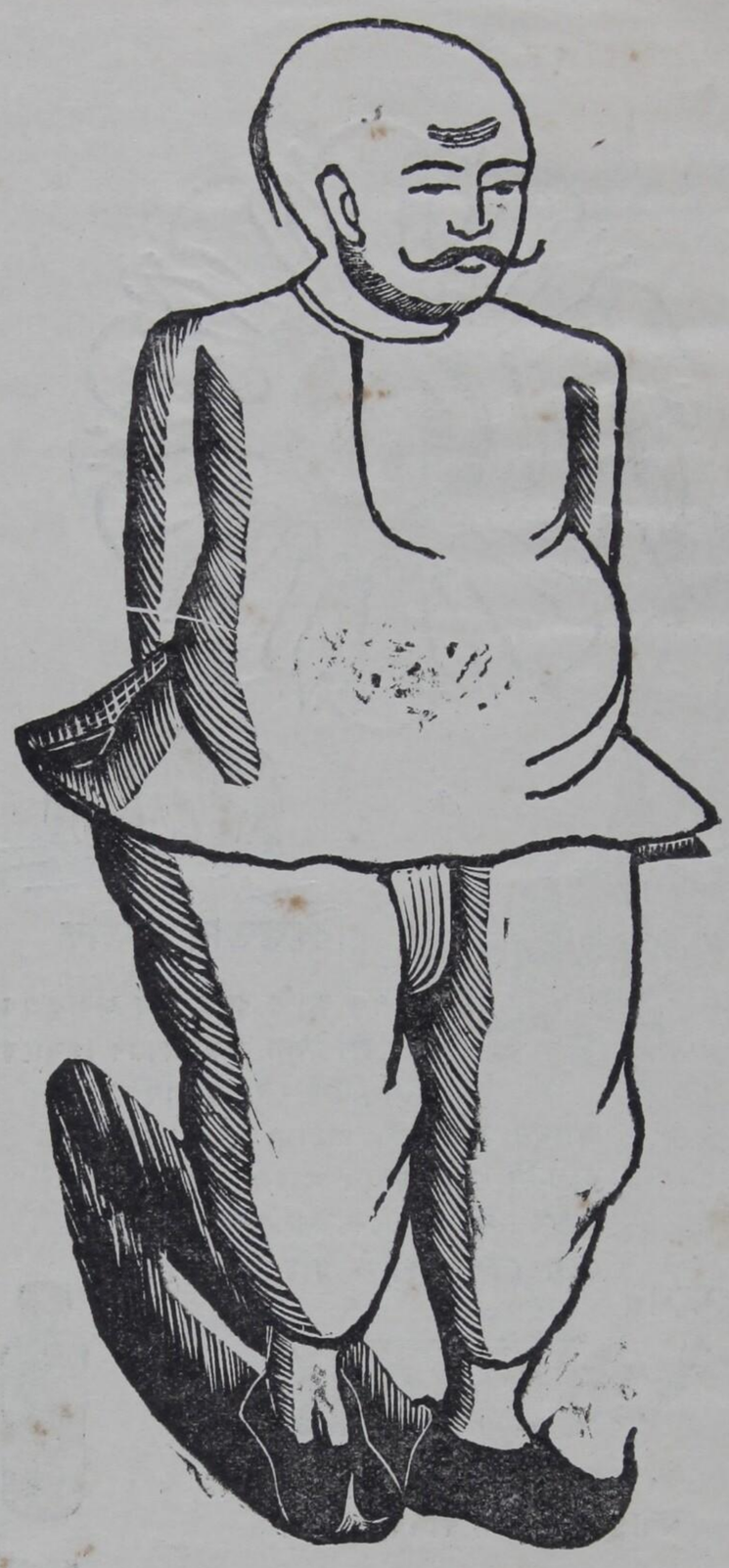

কিষণজীকা জনম রোজ মে
জিন্‌কা জৈসী শক্তি
ভোগ লাগাওয়ে প্রসাদ পাওয়ে
দিল মে হোতি ভক্তি।

সাত বরষ সে এহি রাজমে
চল্‌তা কঠিন ফান্দা—
লাখ রূপেয়া মুফৎ লেতে
খুদ সরকারী বান্দা

কানুনকা রাজমে ইয়ে কৌন কানুন
মনমে লাগে খটকা
লুক্সান নাহি নির্ম্মল নাফা
লাখ রূপয়াকা ফাটকা!

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রাগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমুর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১।।০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত